যুগান্তর

তারিখ ..... 7 APR 2004
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ .....

ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে দেখা করেননি শেখ হাসিনা

• চেইন অব কমান্ড নিয়ন্ত্রণে দাবি সভাপতির
• ১২০ নেতার পদত্যাগ : মানববন্ধন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে দেখা করেননি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার বাসভবন যমুনায় সাক্ষাতের সময় প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ সাবেক সাংগঠনিক নেত্রী তাদের দেখা দিলেন না। এদিকে ছাত্রলীগ

হাসিনা : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

হাসিনা : ছাত্রলীগ

(১ম পৃষ্ঠার পর) সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন দাবি করেছেন, সংগঠনের 'চেইন অব কমান্ড' সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বিকালে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ওই দাবি করা হয়। তবে মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ মাধ্যমকে দেয়া এক বিবৃতিতে কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা দাবি করেছেন, 'চেইন অব কমান্ড' মোটেও নিয়ন্ত্রণে নেই। সংগঠনের ভাবমূর্তি রক্ষায় তারা ব্যর্থ হয়েছেন। এজন্য নেত্রী (শেখ হাসিনা) অভিভাবকত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। তাই তারা ১২০ জন নেতা পদত্যাগ করেছেন।

এদিকে দুপুরে সংবাদ সম্মেলনের আগে ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শেখ হাসিনাকে ফের অভিভাবকত্ব গ্রহণের আবেদন জানিয়ে ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করে। অবশ্য ওই কর্মসূচির পরপরই ক্যাম্পাসে আরেক গ্রুপ পৃথকভাবে শেখ হাসিনাকে অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধের পাশাপাশি ব্যর্থ কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতৃবৃন্দের পদত্যাগের দাবিতে মিছিল-সমাবেশ করে। এছাড়া বিভিন্ন হলেও শেখ হাসিনাকে 'সাংগঠনিক' নেত্রী হিসেবে ফিরে পাওয়ার দাবি জানিয়ে মিছিল চলছে। এসব কর্মসূচিতে বিপুলসংখ্যক সাধারণ ছাত্র যোগ দিচ্ছে।

মানববন্ধন

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেত্রীর পদ থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবিতে সোমবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন নেতাকর্মীরা। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশার নেতৃত্বে অপরাহ্নে বাংলায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের সহস্রাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা ধরে তারা ওই কর্মসূচি পালন করেন।

এ সময় শেখ সোহেল রানা টিপু সাংবাদিকদের বলেন, ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অন্যায় করতে পারে। এজন্য সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা তাদের যে কোন ধরনের শাস্তি দিতে পারেন। পদ ছেড়ে দিয়ে অভিভাবকহীন করার মতো শাস্তি তারা মেনে নিতে পারছেন না। তিনি বলেন, নেত্রী যদি আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করেন তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নেতাকর্মীরা অপরাহ্নে বাংলার পাদদেশে আমরণ অনশন করবেন। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখতে সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তিনি অভিযোগ করেন, ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর থেকে একটি মহল সংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে ইন্ধন জুগাচ্ছে। তারা এ ব্যাপারে সতর্ক রয়েছেন।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা বলেন, সারাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পাসে বিশৃংখলার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি দায়ী নয়। তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থও নন। এজন্য দায়ী ওইসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট শাখার নেতারা। এ সময় তিনি অভিযোগ করে বলেন, নবা ছাত্রলীগ কর্মীরাই বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে।

কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি সংবাদ সম্মেলন করে। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুল হাসনাত চৌধুরী রোটন।

সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগ সভাপতি বলেন, গণপ্রতিনিধিত্ব আইনের কারণে ছাত্রলীগের গঠনতান্ত্রিক নেত্রী তার দায়িত্ব থেকে সরে গেছেন বলে তারা অবগত হয়েছেন। তবে শেখ হাসিনা ও ছাত্রলীগ দুটি শব্দ একই সূত্রে গাঁথা বলে তারা মনে করেন। ছাত্রলীগ সভাপতি বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশৃংখল ঘটনার সঙ্গে ছাত্রলীগকে জড়ানো হচ্ছে, তা অত্যন্ত দুঃখজনক। ছাত্রলীগ তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্রলীগকে জড়িয়ে যে ধরনের নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে তার সঙ্গে ছাত্রলীগের কোন সম্পর্ক নেই বলে তিনি দাবি করেন। মাহমুদ হাসান রিপন বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পর ওই শাখা বিলুপ্ত করার পরও ছাত্রলীগকে জড়ানো কোনভাবে কাম্য নয়। একই সঙ্গে সারাদেশের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যে কেউই সংগঠনের শৃংখলা ভঙ্গ করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

মিছিল-সমাবেশ

বিশ্ববিদ্যালয় শাখার মানববন্ধন কর্মসূচি চলাকালে মধুর ক্যান্টিনে আসেন সংগঠনের কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা। তারা ওই কর্মসূচি পালনের খবর শুনতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তারা বিভিন্ন হলে অবস্থানরত তাদের অনুগত নেতাকর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল বের করতে বলেন। এরপর জগন্নাথ হলের উৎপল সাহা, রহুরুল হক হলের সুমন, কবি জসীমউদ্দীন হলের সোহাগের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। তারা 'নেত্রীবিহীন ছাত্রলীগ চলবে না ও নেত্রীকে ফিরে পেতে চাই' স্লোগান দিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে এসে সমবেশ করেন। এ সময় উৎপল সাহা বলেন, নেত্রীকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত গঠনতান্ত্রিকভাবে তাদের আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন। তিনি অভিযোগ করেন, লাগামহীনভাবে সংগঠন চলানোর কারণে আজ এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যর্থতার দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির অনেকে পদত্যাগ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাদেরও পদত্যাগ করার দাবি জানান তিনি।

কেন্দ্রীয় নেতাদের বিবৃতি

দুপুরে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সোহেল রানা মিঠু ও সহ-সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম মধুর ক্যান্টিনে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন। সোহেল রানা মিঠু বলেন, ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে নেত্রী তার দায়িত্ব থেকে সরে গেছেন। তাই সারাদেশের ৫ লাখ নেতাকর্মীর আবেগকে ধারণ করে রোববার রাতে নির্বাহী সংসদের জরুরি বৈঠকে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় ১২০ জন নেতা পদত্যাগ করেছেন। তাদের দাবি— শেখ হাসিনাকে ছাড়া সংগঠন চলতে পারে না। তাদের বিশ্বাস, নেত্রী আবার তাদের মাঝে ফিরে আসবেন।

সংবাদ সম্মেলন

বিকাল সাড়ে ৩টায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউর